

সূচীপত্র

রবের চিঠি.....	৯
রাসুলের নাসিহা	২০
ইমামগণের নাসিহা	২৭
ধ্বংসস্তূপ	৩৩
অটল পাথর.....	৩৯
গুলবাগিচা	৪৭
লেলিহান দাবানল	৪৯
পরিগতি	৫২
দোয়া	৫৮
অবশেষে	৬২

রবের চিঠি

সৃষ্টিকে দেওয়া স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ নিয়ামাহ হলো চোখ। মানুষের চোখ ৫৭৬ মেগাপিক্সেল পর্যন্ত ভিউ দেখতে পারে। যার দরুন মানুষ প্রায় এক কোটি রং আলাদাভাবে দেখতে পায়। মানুষের চোখ যেখানে একবারে ৫৭৬ মেগাপিক্সেলের এলাকা দেখতে পারে, সেখানে একটি আইফোন ১৪-এর ক্যামেরা মাত্র ৪৮ মেগাপিক্সেল। এত বড় নিয়ামাহ পেয়েও রবের দেওয়া চক্ষু হেফাজতের আদেশ অমান্য করতে আমাদের মাঝে কি এতটুকু অনুশোচনার সৃষ্টি হয় না?

সমস্ত গুনাহের প্রবেশপথ হলো চোখের অপব্যবহার। অর্থাৎ চোখের জিনা। চোখের জিনা হলো, গায়রে মাহরামের দিকে দৃষ্টি দেওয়া, নাটক-সিনেমায় চোখ মেলে তাকানো, নীল জগতে নিজেকে ডুবিয়ে রাখাসহ চোখ দ্বারা সংগঠিত সকল খারাপ কার্যক্রম। কুরআনে জিনা সম্পর্কে বলা হয়েছে—এর ধারেকাছেও যেয়ো না! চোখের খায়েশাত পূরণের পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে শয়তানের চক্রান্ত। যার প্রতিদান হলো, মিজানের পাল্লা শূন্য হওয়া, পরকালে হিসাব প্রদানে কঠোরতা, পুলসিরাত দ্রুত পার না হওয়ার ব্যর্থতা, জাহান্নামের লেলিহান দাবালনের মুখোমুখি হওয়া-সহ অনন্তকাল আজাব ভোগ করা। এর ফলাফল, আল্লাহর প্রিয় বান্দার তালিকা থেকে নিজের নাম মুছে নেওয়া। রব্বিগফিরলি! আমাদের চোখ যখন পাপের দিকে এক পা অগ্রসর হতে চাইবে, সেই মুহূর্তে নিজেদের পাপ থেকে একশ পা পিছিয়ে নিতে শুধু একটি কথাই ভাবব—আমার রব আস-সামি এবং আল বাসির! কেউ কিছু না দেখতে পেলেও আমার রব সব দেখছেন। তাঁর কাছ থেকে কোনো কিছু লুকোনো সম্ভব নয়। আজ হয়তো আমি একাকী, নির্জনতায় আমার নফসের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে হালাল-হারামকে একপাশে রেখে যা মন বলছে তাই করছি আর ভাবছি—অমুক তো দেখছে না আমাকে। দেখতে পাচ্ছে না আমার গুনাহকে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের আছে পরকাল। আমাদের আছেন সর্বদ্রষ্টা একজন রব। আছে হিসাব গ্রহণের দিন। আজ আমার পাপ কেউ না দেখলেও সেদিন আমাকে ভালো জানা প্রত্যেক ব্যক্তি দেখতে পাবে নির্জনে করা আমার সব কুকর্ম। আমরা কাউকে ঠকাচ্ছি না; বরং নিজেকেই চরমভাবে ধোঁকা দিচ্ছি। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। গুনাহের এই প্রবেশপথ অর্থাৎ চোখজোড়া দিয়ে আমরা পাপের পাহাড় না গড়ে অগণিত সওয়াবের কাজ করতে পারি। পারি কুরআনুল কারিম তেলাওয়াত করতে। সেই

রাসুলের নাসিহা

আশরাফুল মাখলুকাতের চরম ও প্রকাশ্য শত্রু শয়তান। ভয়ংকর শয়তান মানুষকে দিকভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট করতে তির নিক্ষেপ করে। সেই তিরের জঘন্যতম একটি তির হলো কুদৃষ্টি। যে কুদৃষ্টি সম্পর্কে শয়তান আমাদের আত্মভোলা করে রাখে এবং যার দরুন মানুষ কুদৃষ্টিকে গুনাহ মনে করে না। অথচ কুদৃষ্টি অভ্যন্তরীণ মারাত্মক ব্যাধি; এর কারণে মানুষের কলব মৃত হয়ে যায়। ইবাদতের স্বাদ লান হয়ে যায়। দিনশেষে ছন্নছাড়া হয়ে নিজের আমলনামা সংকুচিত করে পরকালের প্রথম স্টেপ অর্থাৎ কবরে পদার্পণ করা ছাড়া উপায় থাকে না; যদি না ইস্তেগফারের নিকট নিজেকে সঁপে দেওয়া যায়। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মাহকে ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ বিভিন্ন হাদিসে চোখের গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তিনি সেই রাসুল, যিনি আমাদের জন্মেরও বহু বছর আগে আমাদের জন্য দোয়া করতেন। আমাদের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছের কথা সাহাবিদের সাথে শেয়ার করতেন। যার শাফায়াত ব্যতীত আমাদের মুক্তির উপায় নেই; সেই রাসুলের বাণীকে আমরা আজ এতটা অবহেলা করছি! ইত্তাকিল্লাহ। আমরা কোন মুখে সেদিন তাঁর নিকট শাফায়াতের আবদার করব?

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মাহকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। তাই তো তিনি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলোও খুব যত্নের সাথে আমাদের জানিয়েছেন। তিনি ভয় করতেন—তাঁর উম্মতের মাধ্যমে সংঘটিত চোখের জিনাকে। তাই তিনি নাসিহা করে বলেন—

দৃষ্টি ইবলিসের তিরসমূহের একটি বিষাক্ত তিরা।^১

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, দুই চোখের জিনা হচ্ছে দৃষ্টিপাত।^২

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, একবার অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার ইচ্ছাকৃত দেখো না। কেননা, তোমার প্রথম অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টি মাফ করে দেওয়া হলেও দ্বিতীয়বারের ইচ্ছাকৃত দৃষ্টি মাফ নয়।^৩

^১. মুসনাদুশ শিহাব, ২৯৩; মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, ৮/৬৩

^২. বুখারি, ৬২৪৩

^৩. আবু দাউদ, ২১৪৯

ইমামগণের নাসিহা

ইমামগণ হলেন উম্মতের নিকট মণিমুক্তা সদৃশ। এরচেয়ে ঢের বেশি মূল্যবান। আল্লাহর প্রত্যেকটি বিধানের ক্ষেত্রে তাদের অবদান বলে শেষ করার মতো নয়। তাদের এক-একটি অমূল্য উপদেশ কখনো কখনো হৃদয়ের টনক নাড়িয়ে দেয়, আবার কখনো প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়। কুদৃষ্টির কবল থেকে সতর্ক করতে তাদের নাসিহাগুলো উম্মতের জন্য ঠিক তেমন দরকার, যেমন প্রত্যেকটি মানুষের জন্য খাবার প্রয়োজন। আর এগুলো হলো রুহের খাবার। এই খাবার হজম করতে পারলেই সুখের সন্ধান মিলবে।

ইমামগণের এক-একটি অমূল্য বাণী মানবজাতিকে শক্তিশালী করে নফসের বিরুদ্ধে জয়ী হতে, হারাম থেকে বেঁচে থাকতে, গুনাহের সাথে লড়াই করতে, ভয়ংকর এই রোগে সংক্রমিত না হতে। চোখের জিনা সম্পর্কে ইমামগণের এক-একটি নাসিহা পাপ ও আমাদের মধ্যকার দূরত্ব সৃষ্টি করে হাজারো মাইলের সমান। দৃষ্টির খেয়ানত-সম্পর্কিত ইমামগণের অমূল্য কিছু বাণী এমন—

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাতুল্লাহ বলেন, দৃষ্টি অবনত রাখা সহজ; কিন্তু দৃষ্টি দেওয়ার পর তার যাতনা সহ্য করা কঠিন।^{৩৬}

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাতুল্লাহ আরও বলেন, অশ্লীল ঘটনাসমূহের সূচনা কুদৃষ্টি থেকে হয়। যেমন আগুন ও অগ্নিকাণ্ডের সূচনা একটি অঙ্গার থেকে হয়ে থাকে। এজন্য লজ্জাস্থান হেফাজতের জন্য দৃষ্টির হেফাজত আবশ্যিক।^{৩৭}

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাতুল্লাহ তালবিসে ইবলিস গ্রন্থে লিখেছেন, আবু আবদুল্লাহ ইবনু আজলা বর্ণনা করেন, আমি দাঁড়িয়ে এক সুদর্শন খ্রিষ্টান বালককে দেখছিলাম। এ সময় আবু আবদুল্লাহ বললি আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে দাঁড়িয়ে কেন? আমি বললাম, চাচাজান, ওই সুন্দর চেহারাটা দেখছিলাম; কীভাবে তাকে দোজখের আগুনে শাস্তি দেওয়া হবে! তিনি তাঁর দুই হাত দিয়ে আমার দুই কাঁধের মাঝে আঘাত করে বললেন, এই কুদৃষ্টির সাজা তোমাকে ভোগ করতে হবে। যদিও কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে

^{৩৬} . আল জাওয়াবুল কাফি, ২১৪

^{৩৭} . আল জাওয়াবুল কাফি, ২০৪

লেলিহান দাবানল

যে চোখজোড়া আজ গায়রে মাহরামের একটা চুল, চোখ, হাতের আঙুল কিংবা পায়ের নখ দেখে স্বাদ নিচ্ছে, কল্পনায় আঁকছে, চক্ষু ধর্ষণ করছে, কাল কেয়ামতে তাদের এই ক্ষণিকের আবেগ হতে পারে লেলিহান দাবানলে সমস্ত শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঝলসে যাওয়ার কারণ। আল্লাহুন্মা আজিরনি মিনান্নার। আল্লাহর আদেশ অমান্য করার পরিণাম হলো—নার; যার ভয়ংকর নমুনা ফুটে উঠেছে কুরআন ও হাদিসে। যার লোমহর্ষক প্রতিটি বর্ণনা বিন্দুমাত্র ঈমান থাকা মানুষকে হেদায়েতের পথে হাঁটতে অনুপ্রাণিত করবে। অনন্তকাল সুখে থাকার আশায় দূরে রাখবে পাপ থেকে। নিষিদ্ধ এক ফোঁটা আনন্দের চেয়ে কল্পনারও উর্ধ্ব সাজানো সুখ পেতে কি চোখজোড়া সংবরণ করতে পারব না? অনন্তকালের আরামের কাছে ৬০-৭০ বছরের সেক্রিফাইস কি খুব কঠিন কিছু? আপনার নিকট যদি দুনিয়ার ৬০-৭০ বছর অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে, তবে জাহান্নামে আপ্যায়নের (পড়ুন যন্ত্রণার) কথা জানা যাক!

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, প্রতিফল দিবসে জাহান্নামিদের মধ্য থেকে এমন একজন ব্যক্তিকে—যে পৃথিবীতে অব্যাহত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করেছে—সম্মুখে নিয়ে আসা হবে এবং জাহান্নামের আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান, তুমি কি কখনো কোনো ভালো জিনিস দেখেছ? তুমি কি কখনো কোনো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করেছ? তখন সে উত্তরে বলবে, না, আমার আল্লাহ!^{৭৫}

আল্লাহ বলেছেন, তাদেরকে (জাহান্নামিদের) গলিত পুঁজ-জাতীয় পানি পান করানো হবে। সে অতিকষ্টে তা গলাধঃকরণ করতে চাইবে; কিন্তু গলাধঃকরণ করা তার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব হবে না; উপরন্তু চারদিক থেকেই তার ওপর মৃত্যু আসবে; কিন্তু সে কোনোভাবেই মরবে না, বরং তার পেছনে থাকবে আরও কঠোর শাস্তি।—সূরা ইবরাহিম, ১৬-১৭

আল্লাহ বলেন, যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে; ফলে তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিছিন্ন করে দেবে।—সূরা মুহাম্মদ, ১৫

^{৭৫}. মুসলিম; মিশকাতুল মাসাবিহ, ৩/১০২

অবশেষে

জিনার কপাট বন্ধ করতে এবং জিনার কবল থেকে বেঁচে থাকতে নিজেকে মূল্যায়ন করি—

১	ক্লাসে নন মাহরাম শিক্ষকের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়?	হ্যাঁ/না?
২	গায়রে মাহরাম কাজিন অথবা অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে চোখের হেফাজত করা হয়?	হ্যাঁ/না?
৩	রাস্তায় চলার পথে, যানবাহনে কিংবা দোকানদার চাচাদের সাথে চোখের পর্দা মেইনটেইন করা হয়?	হ্যাঁ/না?
৪	স্যোশাল মিডিয়ায় আপলোডকৃত পরপুরুষ অথবা পরনারীর ছবিতে নজর দেওয়া হয়?	হ্যাঁ/না?
৫	ওয়াজ-মাহফিলের মতো নাসিহামূলক ভিডিওতে বক্তার চেহারা দেখে ভিডিও দেখা হয়?	হ্যাঁ/না?
৬	কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণের ক্ষেত্রে মাহরাম নয় এমন কারও চেহারা দেখা হয় অথবা কণ্ঠ শোনা হয়?	হ্যাঁ/না?
৭	বিপরীত লিঙ্গের বন্ধুর সাথে হরহামেশা আড্ডা দেওয়া হয় এবং চোখাচোখি হয়?	হ্যাঁ/না?
৮	স্যোশাল মিডিয়ায় নিজের ছবি আপলোড করে অন্যের চোখের জিনার পথ সহজ করি?	হ্যাঁ/না?
৯	দুলাভাই-শ্যালিকার মধ্যকার ডিস্টেন্স মেইনটেইন করা হয়?	হ্যাঁ/না?
১০	রাত হলে নীল জগতে হারিয়ে যাওয়া হয়?	হ্যাঁ/না?

রেজাল্ট যদি ১০ তে ১০ না হয়, তার অর্থ হলো জিনার কপাটে মজবুত তালা ব্যবহার হয়নি। এখন বলুন, আপনার রেজাল্ট কত?

স মা প্ত